সংবাদ

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

জাবিতে ৭৪ শিক্ষক ছুটিতে বিদেশে : বাড়ছে সেশনজট

প্রতিনিধি, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে ৪শ' শিক্ষকের মধ্যে ৭৪ জন ছুটিতে বিদেশে থাকায় বিভিন্ন বিভাগে সেশনজটসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬টি বিভাগে ৪৫০ জন শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে ৭৪ জন ছুটিতে বিদেশে রয়েছেন। শিক্ষকদের বিদেশ যাওয়ার এ হার জাবি'র মোট শিক্ষকের শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ। ছুটিতে থাকা শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক রয়েছেন ১৩ জন। আবার কোন কোন শিক্ষক নির্ধারিত ছুটি শেষেও বিভাগে যোগদান করেননি। ফলে এসব বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা সেশন জটের কবলে পড়ছে। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যত কর্মরত না থাকলেও এসব শিক্ষকের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাবাদ প্রতিবছর প্রায় দেড় কোটি টাকা গুনতে হচ্ছে। সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ছাত্র মাহী মাহফুজ জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোতে সেশন জটের অন্যতম কারণ এটাই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ২২ জনের মধ্যে ৭ জন, ফার্মেসিতে ২১ জনের মধ্যে ৭ জন, বিবিএতে ১৮ জনের মধ্যে ৫ জন, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগে ১৭ জনের মধ্যে ৬ জন, দর্শনে ১৯ জনের মধ্যে ৫ জন ও অর্থনীতি বিভাগে ২৯ জনের মধ্যে ৬ জন শিক্ষক ছুটিতে রয়েছেন।

এছাড়া নৃবিজ্ঞান বিভাগে ৫ জন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ ও পরিসংখ্যান বিভাগে ৪ জন করে, পরিবেশ বিজ্ঞান, ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান ও রসায়ন বিভাগে ৩ জন করে, ভূগোল ও পরিবেশ, ইতিহাস, সরকার ও রাজনীতি, ইংরেজি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ২ জন করে শিক্ষক ছুটিতে রয়েছেন। ১০টি বিভাগে ১৯ জন শিক্ষক এক নাগাড়ে ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছেন।

সরকার ও রাজনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামছুল আলম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নমনীয় মনোভাবের কারণেই শিক্ষকরা এমন অনৈতিকভাবে ছুটি ভোগ করছেন।

একনাগাড়ে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষাছুটি ভোগ করছেন এমন শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে- মুহম্মদ কুদরত-ই-খাওলা, ইসতিয়াক শাহরিয়ার, মোহাম্মদ মুনহাসনাই; সরকার ও রাজনীতি বিভাগে- বশির আহমেদ; পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে- খোন্দকার ইসতিয়াক হোসেন; পরিসংখ্যান বিভাগে- প্রফেসর ড. আসমেহ আলী, ড. মোবারক হোসেন খান, ফেরদৌসী বেগম; ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগে লতিফ ইবনে হামিদ, এসএম মাহবুবুল আমীন; অর্থনীতি বিভাগে কামরুল ইসলাম, তানিয়া ওয়াহেদ, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগে শাহ আলম চৌধুরী, তাহমিনা হক, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগে মাহমুদ মতিন জুলিয়ানা এবং ফার্মেসি বিভাগে প্রফেসর ড. রফিকুজ্জামান।

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) আবু বকর সিদ্দিক জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তো উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যেতেই পারেন। তবে ছুটি শেষেও যারা বিভাগে যোগদান করেননি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।